শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রমঃ

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা ঃ

(ক) ০২-০৭-১৯৮৯ খ্রিঃ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে "পথকলি ট্রাস্ট" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি "শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট" নামকরণ করা হয়।

ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

(ক) ভাগ্যহত, সুযোগসুবিধা বঞ্চিত, হতদরিদ্র এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী শিশু-কিশোরদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

(খ) শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

(গ) শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ।

ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার স্বার্থে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী চেয়ারপারসন; মাননীয় প্রতিমন্ত্রী-ভাইস চেয়ারপারসন; সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সদস্য (পদাধিকার বলে); মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং অন্যান্য চার জন সরকার কর্তৃক মানোনীত সদস্য হিসেবে উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ট্রাস্টের জনবল ঃ

(ক) ট্রাস্টের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ জন পরিচালক, ১ জন উপপরিচালক ও ২ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ মোট ১৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিদ্যমান।

বিদ্যালয়সমূহ ঃ

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ সমগ্র বাংলাদেশে ঢাকা মহানগরীসহ জেলা ও উপজেলা সদরে মোট ১৫০টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে প্রায় ২৪৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত করছে।

(খ) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ ঢাকার কাপ্তানবাজার; ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ; রাজৈর, মাদারীপুর; কুমিল্লা; কিশোরগঞ্জ; লালমনিরহাট; জয়পুরহাট; ঝালকাঠি ও যশোর উপশহরে সর্বমোট ০৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ৪০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে।

শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যাঃ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৬২৫ জন শিক্ষক ও ১৫৪ জন কর্মচারী কর্মরত আছে। শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে ৪৩টি নিজস্ব ভবনে এবং বিদ্যালয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছুটির পর/অন্যান্য স্থাপনায় ১০৭টি বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বৃত্তি কার্যক্রম ঃ

(ক) প্রতি বছর শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণরত ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়।

(খ) বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক স্তরে মাসিক ৬০০/- টাকা ও মাধ্যমিক স্তরে ৮০০/- টাকা করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তির অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে।

ট্রাস্টের ব্যয় নির্বাহ ঃ ট্রাস্টের মূলধনের লভ্যাংশ থেকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সংস্কার ও ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন- ভাতাসহ অন্যান্য আনুসংগিক খরচ নির্বাহ করা হচ্ছে।

শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ঃ শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাত হতে নির্বাহ করা হয়।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি ঃ জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর তত্ত্বাবধানে ০৭ সদস্যের পরিচালনা কমিটি দ্বারা বিদ্যালয়সমূহ পরিচালিত হয়।

সমাপণী পরীক্ষা ঃ শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায় প্রতি বছর সমাপণী পরীক্ষায় অংগ্রহণ করে আসছে। ২০১৬ সালে সমাপণী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২১০০ জন। উল্লেখ্য যে, ২০১৫ সালে সমাপণী পরীক্ষায় পাশের হার ৯৩.৭৫%।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ভাগ্যাহত, হতদরিদ্র, সুযোগসুবিধা বঞ্চিত এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রায়াসী, শিল্পাঞ্চল এবং ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির বসতি ও বস্তি এলাকায় শিশু-কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।